দৈনিক
ইত্তেফাক

19 MAY 2008

প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করায় দুর্নীতি বেড়েছে

.... অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করায় এতে দুর্নীতির পরিমাণ বেড়েছে। একই সঙ্গে বিদেশীদের প্রভাবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের পরিমাণও বেড়েছে। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত "বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন" (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষাকে

(১৬শ পৃঃ পর)

শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, মেজর জেনারেল (অব:) আমিন আহমেদ চৌধুরী, কবীর কাদের সিদ্দিকী, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান, সংগঠনের মহাসচিব মৃগেন্দ্র মোহন সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ নানভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয়। এছাড়া দেশে রয়েছে নানা রকমের প্রাথমিক শিক্ষা। যা সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি করছে। এখন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে একমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখনও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেয়া হয় না। সকল শিক্ষককে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দিতে হবে। আর শিক্ষকরাও তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন।

ড. ওসমান ফারুক বলেন, বিগত কয়েক দশকে শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে। তবে এর গুণগত মানের পরিবর্তনটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নতমানের করা। শিক্ষার্থীদের দুপুরে স্কুলে বসে খাবার ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, এজন্য বেশি টাকার প্রয়োজন নেই, শুধু অর্থের সুষম ব্যবহারের প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হল শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। এই শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর থাকলে প্রয়োজনীয় তদারকি সম্ভব হয় না।

মেজর জেনারেল (অব:) আমিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, শিক্ষকদের জীবনযাপনের জন্য কত টাকা প্রয়োজন সে অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করতে হবে। ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়ে শিক্ষকদের কিছুই হবে না। একই সাথে তিনি শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দাবি জানান । কাদের সিদ্দিকী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মানিত না করলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন ১২ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেন তিনি। ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। এটা সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত হলেও এখন তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। শিক্ষকরা এখনো মানবেতর জীবনযাপন করেন। সময় এসেছে শিক্ষকদের কেরানির বেতন থেকে মুক্তি দিয়ে সম্মানজনক বেতন দেয়ার। লিখিত বক্তব্যে মৃগেন্দ্র মোহন সাহা বলেন, ১৬ বছর ধরে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন।